গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	মোঃ রইছউল আলম মন্ডল, ভারপ্রাপ্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ ও সময়	:	৩০ মে ২০১৮ ও বেলা ১১.৩০ ঘটিকা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক' তে সংযুক্ত আছে।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করেন এবং বলেন এসব প্রতিশ্রুতির সাথে অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনী ইশতেহারেরও সম্পর্ক রয়েছে বিধায় এগুলি বাস্তবায়নে দ্রুততম সময়ে কার্যক্রম সম্পাদন করা বাঞ্চনীয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) জনাব অরুন কুমার মালাকার প্রথমে বিগত ২৫ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় অগ্রগতির বিবরণ অন্তর্ভূক্তির সংশোধনীসহ কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হয়।

৩। সভায় কর্মকর্তাগণ নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

প্রতিশ্রুতিঃ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১	সিরাজগঞ্জে সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে। খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৩/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের নং ০৫.০২.০০০২.১৫. ১৫৭.০৩৭.১৬-৯৪ সংখ্যক স্মারকে সিরাজগঞ্জে সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের ২৯ ক্যাটাগরির ১০৮ টি পদ রাজস্ব খাতে সৃজন করা হয়েছে।	ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত করে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কাজ সমাপ্ত করতে হবে। খ) প্রকল্প পরবর্তী কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রাস-৪), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২	মৎস্য চাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, (ক) ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে আগষ্ট, ২০১৮ এর মধ্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করা হবে। (খ) "গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন" প্রকল্প এর মাধ্যমে বেলকুচি, সিরাজগঞ্জে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। (গ) মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের (নন-ক্যাডার) নিয়োগবিধিতে (খসড়া) ডিপ্লোমা কোর্সে উত্তীর্ণদের চাকরির বিষয়টি অন্তর্ভক্ত করা হয়েছে। নিম্নে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি উল্লেখ করা হলো: ৫৪০টি ক্ষেত্র সহকারী/ সমমান পদ (কেবলমাত্র মৎস্য বিষয়ে ডিপ্লোমাধারী, গ্রেড-১৬) ৮৩টি মৎস্য সহকারী/ সমমানের পদ (গ্রেড-১৪) ৬৪টি মৎস্য জরিপ কর্মকর্তার পদ (গ্রেড-১০) ৫০৩টি সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা/ সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা/ সমমান পদ (গ্রেড-১০)	ক) ২০১৮-২০১৯ বর্ষে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করতে হবে এবং শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে। খ) প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যেতে পারে। গ) ডিপ্লোমা কোর্সে উত্তীর্ণদের চাকরির বিষয়টি নিয়োগ বিধিমালায় অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নিতে হবে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৩	জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, (ক) সারাদেশ ব্যাপী এ পর্যন্ত ১৬ লক্ষ ২০ হাজার জেলের নিবন্ধন করা হয়েছে। ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার জেলের ছবি উঠানো হয়েছে এবং ১৪ লক্ষ ২০ হাজার আইডি কার্ড প্রস্তুত করে বিতরণ করা হয়েছে। (খ) জেলেদের নিবন্ধন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নতুন অর্থনৈতিক কোডে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। (গ) জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guideline) ২০১৮ বিষয়ে বিগত ২৫/০২/২০১৮ খ্রি. তারিখে	ক) অবশিষ্ট আইডি কার্ড প্রস্তুতপূর্বক বিতরণ করতে হবে। খ) জেলে নিবন্ধন একটি চলমান প্রক্রিয়া বিধায় এটি হালনাগাদ করতে হবে। গ) খসড়া নীতিমালা চূড়ান্ত করতে হবে। ঘ) প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যেতে পারে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

		মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।		
৪	গোপালগঞ্জ জেলায় হাঁস-মুরগির হ্যাচারি স্থাপন।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) হ্যাচারিসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প এর আওতায় অবকাঠামোগত নির্মাণ নির্ধারিত সময়ের (জুন/২০১৮ খ্রিঃ) মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে। খ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৫/৩/২০১৮ তারিখে হ্যাচারিসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প-এর আওতায় ২১৩ টি পদ রাজস্বখাতে সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত করে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হবে। খ) প্রকল্প পরবর্তী খামারের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রাস-৪), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৫	চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, চাঁদপুরস্থ মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট থেকে ১২১ জন শিক্ষার্থী ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বর্তমানে ৪টি ব্যাচে মোট ১১৩ জন শিক্ষার্থী শিক্ষারত রয়েছেন।	ক) শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে এবং যথাসময়ে কোর্স সমাপ্ত করতে হবে। খ) প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যেতে পারে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৬	জাটকা ধরা বন্ধ রাখলে ১০ কেজির বদলে মাসিক ৩০ কেজি চাল প্রদান	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাটকাসমৃদ্ধ ১৭টি জেলার ৮৫টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিরত ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৭৪টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় মোট ৩৯ হাজার ৭৮৭.৮৪ মে.টন চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	ক) চলমান কার্যক্রম ফলোআপ করতে হবে। খ) নতুন এলাকার জেলের তালিকা তৈরী করে সামাজিক নিরাপত্তার সহায়তা প্রদান করতে হবে। গ) খাদ্য সহায়তা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থায় পত্র প্রেরণ করতে হবে। ঘ) প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

নির্দেশনাসমূহঃ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১	এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রফতানি করা যেতে পারে	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, রপ্তানিযোগ্য মৎস্য সম্পদের গুনগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ হতে মধ্যপ্রাচ্যে এবং সৌদিআরবে রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের বিবরণ: <table><tr><th>ক্র. নং</th><th>মাস/ বছর</th><th>মধ্যপ্রাচ্য (মে.টন)</th><th>সৌদিআরব (মে.টন)</th></tr><tr><td>১.</td><td>এপ্রিল, ২০১৮</td><td>৩৩৩.৩৬৮</td><td>১২০.৭৯৮</td></tr><tr><td>২.</td><td>জুলাই,২০১৭ হতে এপ্রিল, ২০১৮</td><td>২,৯২৫.৪৭৪</td><td>১৪৩৫.৯১৫</td></tr></table> মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশে গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ মুক্ত এলাকা কিংবা জোন সৃষ্টির লক্ষ্যে পাবনা জেলার ০৩ টি উপজেলায় টিকা প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে। মোট ২২ হাজার ৬১৫ টি গবাদিপশুকে ক্ষুরারোগের টিকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগমুক্তকরণের লক্ষ্যে টিকা প্রদান কার্যক্রম অব্যহত আছে। ৩/৫/২০১৮ খ্রিঃ হতে ১৩/৫/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ৪ হাজার ছাগলকে পিপিআর টিকা প্রদান করা হয়েছে।	(ক) রপ্তানীযোগ্য মৎস্য সম্পদের গুনগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানী করতে হবে। (খ) মৎস্যসম্পদ রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। MOU সম্পাদনের বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে। গ. zoning কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরবর্তী সভায় জানাতে হবে। ঘ. মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংস রপ্তানির বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে অগ্রগতি জানাতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), যুগ্মসচিব (মৎস্য), মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২	বিদেশের বাজারের পাশাপাশি	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াতে চিংড়ির পাশাপাশি দেশি প্রজাতির	(ক) রপ্তানিযোগ্য মৎস্য সম্পদ এবং মাংসের	অতিঃ সচিব(প্রাস-২), যুগ্মসচিব (মৎস্য),

<table>
<tr>
<td></td>
<td>বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।</td>
<td>হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ রপ্তানি করা হয়।

বাংলাদেশ হতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>মাস/ বছর</th><th>পণ্যের বিবরণ</th><th>পরিমাণ (মে.টন)</th><th>(মিলিয়ন</th></tr>
<tr><td rowspan="2">১.</td><td rowspan="2">এপ্রিল, ২০১৮</td><td>হিমায়িত মাছ</td><td>৩,৩৮৪.০১</td><td>২</td></tr>
<tr><td>বরফায়িত মাছ</td><td>৬৫১.৮১৩</td><td></td></tr>
<tr><td>২.</td><td>এপ্রিল, ২০১৮</td><td>মোট মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য</td><td>৫,৬৪৬.৭০</td><td>৩</td></tr>
</table>

(গ) চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এপ্রিল, ২০১৮ মাসে মোট ১০৬.৪২ মে.টন ফিস স্কেল ও চিংড়ির খোসা রপ্তানি করা হয়েছে। এ সকল উপজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিমান বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে।

চেয়ারম্যান, বিএফডিসি সভায় অবহিত করেন যে, মৎস্য অধিদপ্তর এবং রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মৎস্য ও মৎস্যজাত পন্য রপ্তানী করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মৎস্য অধিদপ্তর, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহ সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে।

মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জানান বিদেশের বাজারে মাংস রপ্তানির জন্য রোগমুক্ত ভেটেরিনারি হেলথ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়ে থাকে। সভাপতি মৎস্য ও মাংস এবং এ উদ্যোগ ভ্যালু অ্যাডেড পণ্যের উৎপাদন ও সেফটি ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে রপ্তানিকারক ও রপ্তানি বিশেষজ্ঞসহ সভা করে রপ্তানির ব্যবস্থা জোরদার করার পরামর্শ দেন। দেশের বাজার থেকে যথাসময়ে মাছ সংগ্রহ করার বিষয়ে সভাপতি সভায় তাঁর মতামত তুলে ধরেন।</td>
<td>গুনগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হবে।
(খ) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
(গ) মাছের বর্জ্য/ উপজাত দ্রব্য জিডিপিতে অন্তর্ভূক্ত করার এবং এ সকল দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।
(ঘ) রপ্তানিকারক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও রপ্তানি বিশেষজ্ঞসহ সভা করে বিদেশে বাংলাদেশী ব্যবসায়ী সমন্বয়ে গড়ে উঠা মার্কেটে মৎস্য, মাংস ও এদের ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(ঙ) রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।
(চ)দেশের বাজার থেকে যথাসময়ে মাছ সংগ্রহ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td>যুগ্মসচিব, ব্লু-ইকোনমি, যুগ্মসচিব, (প্রাস-১), চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর</td>
</tr>
<tr>
<td>৩</td>
<td>দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভি, মহিষের জাত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td>মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জানান যে, ক) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দুধ, মাংস ও ডিমের লক্ষ্যমাত্রা ও উৎপাদন:
<table>
<tr><th>নাম</th><th>লক্ষ্যমাত্রা</th><th>এপ্রিল/১৮ মাসের অর্জন</th><th>জুলাই/১৭ হতে ক্রমপুঞ্জিত</th></tr>
<tr><td>দুধ (লক্ষ মে. টন)</td><td>৯৪.০০</td><td>৬.৬৭</td><td>৭৩.২০</td></tr>
<tr><td>মাংস (লক্ষ মে. টন)</td><td>৭২.০০</td><td>৪.১৭</td><td>৬৪.৮২</td></tr>
<tr><td>ডিম (কোটি)</td><td>১৫৫০.০০</td><td>১১৫.৩৮</td><td>১১৬৪.৭৫</td></tr>
</table>

খ) মাংস, দুধ ও ডিমের চাহিদা ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্থবছরের শুরুতে নির্ধারণ করা হয়। এই লক্ষ্যমাত্রা মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয়ের সাথে অধিদপ্তরের এপিএ বাস্তবায়ন কমিটির প্রতি ৩ মাস পর পর মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মহাপরিচালক, বিএলআরআই সভাকে জানান যে, মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গাভী, ষাড় ও মহিষের কৌলিকমান উন্নয়ন, কৃত্রিম প্রজননের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গবেষণায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সভাপতি এ গবেষণা কার্যক্রমের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন ছক আকারে প্রদানের পরামর্শ দেন।</td>
<td>(ক)মাঠ পর্যায়ে গবাদিপশু, দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন দিতে হবে এবং এর চাহিদা ও উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ ও অর্জন নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয়ে সভা করতে হবে।
খ) উন্নত জাতের গবাদি পশু উৎপাদনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করতে হবে।
(গ) গবেষণা কার্যক্রমের ও তাঁর বাস্তবায়ন তথ্য একটি ছক আকারে প্রদান করতে হবে।</td>
<td>অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মহাপরিচালক, বিএলআরআই</td>
</tr>
<tr>
<td>৪</td>
<td>কুমির থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণির চামড়া সঠিকভাবে</td>
<td>মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, বিভিন্ন প্রাণির চামড়াসহ (গবাদিপশু বাদে) কুমিরের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানির বিষয়টি শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। এ জন্য মৎস্য ও</td>
<td>ক) মানসম্মত চামড়া উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে</td>
<td>অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর</td>
</tr>
</table>

	প্রক্রিয়া করে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে	প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের জন্য গত ১৯/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অধিদপ্তরের ৬০১ নং স্মারকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরিত হয়েছে। এ খাতে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য শিল্প, বাণিজ্য এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।	তথ্য সংগ্রহ করে সভায় পেশ করতে হবে। খ) এ খাতে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	
৫	সমুদ্র বিজয়ের ফলে পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও আহরণ নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে হওয়ার পদক্ষেপ নিতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, (ক) গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর ভি মীন সন্ধানী" ০২-০৫ এপ্রিল, ২০১৮ এবং ১৭-১৯ এপ্রিল, ২০১৮ পর্যন্ত মোট ০৭ দিনের পেলাজিক সার্ভের ক্রুজ পরিচালনা করে। ১৯/০৪/২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত সার্ভের ক্রুজ পরিচালনা করে ২৯৮ প্রজাতির মাছ, ২৩ প্রজাতির চিংড়ি, ১৬ প্রজাতির কাঁকড়া এবং ১২ প্রজাতির সেফালোপোডসহ মোট ৩৪৯টি প্রজাতি সনাক্ত করার জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। (খ) ০৬/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয় হতে ০২(দুই)টি লং লাইনার এবং ০২(দুই)টি পার্সসেইনার প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানের ফিশিং লাইসেন্স প্রদানের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত লংলাইনার প্রকৃতির ০৭টি এবং পার্স সেইনার প্রকৃতির ০৫টি মোট ১২ টি ফিশিং লাইসেন্সের আবেদনের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় হতে বিগত ১৬/০৪/২০১৮ খ্রি. তারিখে সম্মতিপত্র প্রদান করা হয়। (গ) নির্দেশনা অনুসরণ করা হচ্ছে। (ঘ) Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) -এর সদস্য পদ লাভের জন্য লিখিত পত্রের মাধ্যমে সদস্যপদ প্রাপ্তির বিষয়ে IOTC সচিবালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি সভায় আরভি মীন অনুসন্ধানী সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন।	(ক) বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় মৎস্য জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) সুপারিশকৃত ১২ ফিশিং লাইসেন্স আবেদনের নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। গ) প্রকল্পগুলো প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। ঘ) Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) - এ সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য লিখিত পত্রের ফলোআপ করতে হবে। ঙ) আরভি মীন অনুসন্ধানী সম্পর্কে একটি Presentation উপস্থাপন করতে হবে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য), যুগ্ম-সচিব (ব্লু ইকোনমি), যুগ্ম-প্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৬	জাতীয় মাছ ইলিশকে রক্ষা করতে জাটকা নিধন বন্ধ করার জন্য মৎস্যজীবি জেলে সম্প্রদায়কে খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি বিকল্প কর্মসংস্থান করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, (ক) জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে দরিদ্র জাটকা জেলেরা যেন বিকল্প উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে সেজন্য "জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প"- এর আওতায় প্রকল্প মেয়াদে ৩২,৫০৯ জন জেলেকে প্রশিক্ষণসহ উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল। (খ) "ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্পের জনবল সৃজনের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	(ক) গৃহিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন মনিটরিং করতে হবে। (খ) জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য নতুন প্রকল্প অনুমোদনের বিষয়টি ফলোআপসহ অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে। গ) গঠিত সঞ্চয়ী দলের কার্যক্রম মনিটরিং করতে হবে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএফআরআই
৭	দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, এ বিষয়ে একটি প্রকল্প পূর্ব থেকেই চালু ছিল। প্রকল্পটি ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। এর পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। বিষয়টি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়।	(ক) বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৭ প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) সিআইজি গঠন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ভেড়ার খামার উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং করতে হবে। (গ) CBO গঠনের প্রস্তাব অনুমোদনের অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অতিঃ সচিব(প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৮	দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায়	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, দেশের ৫৩ টি জেলার ২৪৪ টি উপজেলায় মহিষ উৎপাদনের জন্য মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন প্রকল্প জনবল নির্ধারণী সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠনের কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	প্রকল্পটির পুনঃগঠন কার্যক্রম দ্রুত শেষ করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

	মহিষের খামার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।			
৯	Black Bengal Goat -এর মাংস মধ্যপ্রাচ্যে খুবই জনপ্রিয় বিধায় প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে জোরদার করে মধ্য প্রাচ্যের বাজারে স্থান করে নেয়া যেতে পারে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ছাগলের মাংস মালদ্বীপ, কুয়েত এবং দুবাই-এ রপ্তানী করা হয়। রপ্তানীর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তিসূচক সনদ (NOC) প্রদান করা হয়ে থাকে। তিনি বলে প্রণীত গাইড লাইন অনুযায়ী Black Bengal Goat উৎপাদন করা হচ্ছে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, (ক) ছাগল উৎপাদনের মডেল গ্রাম তৈরীর লক্ষ্যে ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলায় পাড়াগাঁও, গাঙ্গাটিয়া ও পাঁচপাই গ্রামে বিএলআরআই কর্তৃক পরিচালিত সমাজভিত্তিক ব্ল্যাক বেঙ্গাল ছাগল পালন কার্যক্রম চলমান। খ) বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত কৌলিকমান সম্পন্ন ছাগলের পাঁঠা সারা দেশে ছাগল পালন খামারীদের মাঝে বিতরণ কার্যক্রম চলমান।	(ক) মধ্য প্রাচ্যের বাজারে Black Bengal Goat এর মাংসের চাহিদা ও রপ্তানি বিষয়ে তথ্য পরবর্তী সভায় পেশ করতে হবে। (খ) গাইডলাইন অনুযায়ী Black Bengal Goat উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) সুফলভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত পাঠার ব্যবহার ও সুফল সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) Black Bengal Goat এর Branding এর জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাব ফলোআপ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ বিএলআরআই
১০	বিদেশে প্রচুর চাহিদার প্রেক্ষিতে ভেড়ার মাংস উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) ভেড়া মাংসের উপকারিতা সমাজ ভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-বি) দ্বিতীয় পর্যায় এর আওতায় ভেড়ার খামার রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল এবং রেডিওতে টিভি স্পট, নাটিকা, ভিডিও ডকুমেন্টারী, জারীগান এবং আরডিসির মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। বর্তমানে ভেড়া, ছাগল ও মহিষের ক্ষেত্রে ৫% হার সুদে ঋণ প্রদানের বিষয়ে প্রধামন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ভেড়ার মাংসকে জনপ্রিয় করার জন্য বিভিন্ন মার্কেটে প্রচারের জন্য সভাপতি সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন।	(ক) ভেড়া ও মাংসের উপকারিতা বিষয়ে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিত প্রচার করতে হবে। (খ) সকল ভেড়ার খামার রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা নিতে হবে। (গ) ভেড়া, ছাগল ও মহিষের ক্ষেত্রে ৫% হারে সুদে ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) ভেড়ার মাংসকে জনপ্রিয় করার জন্য বিভিন্ন মার্কেটে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস- ২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএলআরআই
১১	মালয়েশিয়াতে ঝিনুকের চাহিদা থাকায় কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, (ক) বাংলাদেশ হতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানিকৃত কাঁকড়া ও কুচিয়ার বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো: ক্র. নং | মাস | পণ্যের বিবরণ | পরিমাণ (মে.টন) | আয় (মিলিয়ন ইউ এস ডলার) ১. | এপ্রিল, ২০১৮ | কাঁকড়া | কাঁকড়া রপ্তানি হয়নি কুচিয়া | ১,১৭৪.৪৬ | ২.৪৯ মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, এ বিষয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	(ক) কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বনবিভাগ হতে কুচিয়া রপ্তানির তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। গ) শামুক ও ঝিনুক রপ্তানির কার্যক্রম সম্পর্কে পরবর্তী সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে।	যুগ্মসচিব (মৎস্য) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএফআরআই
১২	গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাঁস-মুরগির খামারসহ যে সকল খামারে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, ক) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১৯৯৬-৯৭ হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এপ্রিল/২০১৮ পর্যন্ত ১ লক্ষ ২৯ হাজার ১৯ জন সুফলভোগীর মাঝে সর্বমোট ৮৫ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা (মূল বিনিয়োগ+পুণঃ বিনিয়োগ) বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ হতে এপ্রিল/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৬৬ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা, আদায়ের হার ৭৭.০৯%। বিতরণ নীতিমালা অনুযায়ী ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে ঋণ বিতরণ অব্যাহত আছে।	ক) ক্ষুদ্র ঋণ ও ঘূর্ণায়মান তহবিলের অর্থ বিতরণ ও আদায় নীতিমালা অনুযায়ী অব্যাহত রাখাসহ অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে। খ) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

	বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তদারকি করতে হবে।	খ) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে।	প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ **করতে হবে।** (গ) ঋণের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (ঘ) প্রাণিসম্পদের ন্যায় মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রে ৫% সরল সুদে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (ঙ) ঋণের জন্য অডিট নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	
১৩	মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।	সভায় বিষয়টি বাস্তবায়িত মর্মে আলোচনা হয়। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া।	মাছে ফরমালিন মিশ্রন রোধে এবং মৎস্য ও পশুখাদ্যে ভেজাল রোধে আইন প্রয়োগসহ মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), যুগ্মসচিব (মৎস্য), মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএলআরআই
১৪	এ মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উইংয়ের জন্য একটি করে দুইটি অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃজনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভাকে জানান যে, নির্দেশনামতে পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ফলোআপ কর হচ্ছে।	বিষয়টি ফলোআপ করত হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৫	বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, (ক) মৎস্য পণ্যের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। (খ) উত্তরাঞ্চলে ও হাওড়াঞ্চলে ল্যাবরেটরি স্থাপনের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(ক) প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ল্যাবরেটরি স্থাপন করতে হবে। (খ) উত্তরাঞ্চলে ও হাওড়াঞ্চলে ল্যাবরেটরি স্থাপনের বিষয়ে সম্ভাব্যতা নিরূপণ কার্যক্রমের অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
১৬	সরকারি চিড়িয়াখানা, মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি থেকে যে রাজস্ব আয় হয় তার একটি নিদিষ্ট পরিমান অংশ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবে।	সভায় বিষয়টি বাস্তবায়িত মর্মে আলোচনা হয়। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া।	চলমান প্রক্রিয়া ফলোআপ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর,
১৭	২০০৯-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত দু'টি	সভায় বিষয়টি বাস্তবায়িত মর্মে আলোচনা হয়। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া।	চলমান প্রক্রিয়া ফলোআপ **করতে হবে।**	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য

	বার্ষিক প্রতিবেদনকে সমন্বিত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।			দপ্তর
১৮	মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো সংশোধন ও পুনর্গঠন করে ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি প্রদানকৃত ১,৫৩১ টি পদ সৃজন বিষয়ে পর্যালোচনা সভায় পুনরায় পর্যালোচনাপূর্বক অত্যাবশ্যকীয় ৫৫৭টি পদ চিহ্নিত করে পুনঃপ্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাবটি ২২/০৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২৭/০২/২০১৮ তারিখে অর্থবিভাগ হতে এ বিষয়ে অপরাগতা জানানো হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের পরামর্শ অনুসরণপূর্বক মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে ৪,৫৫৪ (চার হাজার পাঁচশত চুয়ান্ন)টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ সৃজনের প্রস্তাবের "ছক" যথাযথভাবে পূরণ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।	ক) এ বিষয়ে অর্থ বিভাগে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করতে হবে। খ) পদ সৃজনের বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ
১৯	জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুষন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, ক) জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্পের অধীনে অবকাঠামো নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে। ১৫/০৪/২০১৮ ইং হতে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়েছে। খ) প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্পের ৭২ টি পদ সৃজনের জন্য ০২/০৪/২০১৭ ইং তারিখ, স্মারক নং-৮৮৬ মোতাবেক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পদ সৃজিত হওয়ার পর রাজস্ব বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত করে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হবে। (খ) পদ সৃজনের কার্যক্রম ফলোআপ করতে হবে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজস্ব বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
২০ (ক)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থানে এবং কক্সবাজারের সোনাদিয়াতে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের উপস্থিতির ওপর জরিপ পরিচালনা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, ইনস্টিটিউট হতে ইতোমধ্যে পরিচালিত জরিপে এ পর্যন্ত স্বাদুপানির ৫ ধরণের মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুক যথাঃ ১. Lamellidens marginalis ২. Lamellidens corrianus ৩. Lamellidens phenchooganjensis ৪. Lamellidens jenkinsianus এবং ৫. Pilyroconcha exilis সনাক্ত করা হয়েছে। অপরদিকে, Placuna placenta নামক সামুদ্রিক ঝিনুক থেকে প্রাকৃতিকভাবে মুক্তা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে বলে জানা গেছে।	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং প্রাকৃতিকভাবে মুক্তা সংগ্রহের অগ্রগতি পরবর্তী সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(খ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ বাণিজ্যিক চাষের উদ্দেশ্যে মুক্তার আকার বড় করার ওপর গবেষণা জোরদার করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, মুক্তার আকার বড় করার জন্য বর্তমানে নিউক্লিয়াস অপারেশেন পদ্ধতিতে দেশীয় ঝিনুকে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের গোলাকৃতির (৪-৫ মিমি) মুক্তা উৎপাদন করা হচ্ছে এবং আরো বড় করার লক্ষ্যে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে।	গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(গ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ কোন ধরণের Treatment ছাড়া প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত মুক্তা বহু বছর রেখে দিলে এক সময় মুক্তাগুলি বিলীন (Disappear) হয়ে যায় কেন,	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, ইনস্টিটিউটে এ বিষয়ে গবেষণা চলমান রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে এ বিষয়ে তথ্যাদি উপস্থাপন করা যাবে।	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

	এর কারণ অনুসন্ধান।			
(ঘ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তার চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে এর উপর গবেষণা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, ইনস্টিটিউট থেকে ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ইতোমধ্যে সফলতা অর্জিত হয়েছে। প্রযুক্তিটি প্রমিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে গবেষণা অব্যাহত আছে।	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(ঙ)	ঝিনুকের খোলস চুন তৈরিতে ব্যবহার হয়। তাছাড়া হাঁস-মুরগী ও মাছের খাদ্য হিসেবেও ইদানিং ঝিনুক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় ঝিনুক বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। তাই দেশীয় ঝিনুকের প্রজনন ও অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, প্রাকৃতিক উৎসে ঝিনুকের প্রাপ্যতা সহনশীল মাত্রায় বজায় রাখার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে দেশীয় ঝিনুকের প্রজনন কৌশল ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা চলমান রয়েছে।	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(চ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ দেশীয় ঝিনুকে মুক্তার বাণিজ্যিক চাষ এখনই আরম্ভ করতে হবে। এ ব্যাপারে একটি প্রকল্প নিতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, দেশীয় ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদনের কৌশল ইতোমধ্যে উদ্ভাবন করা হয়েছে। গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ইনস্টিটিউটে একটি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে।	চলমান কার্যক্রম ফলোআপ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(ছ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি,সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ মুক্তার গবেষণা যুগোপযোগী করার জন্য প্রণোদিত উপায়ে মুক্তা তৈরীতে অগ্রগামী দেশ যেমনঃ চীন, জাপান এবং ফিলিপাইনের সহযোগিতা চাওয়া যেতে পারে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই,সভায় জানান যে, মুক্তা মুক্তা উৎপাদনে অভিজ্ঞতা অর্জন ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণের লক্ষ্যে ১টি বিজ্ঞানী দল সম্প্রতি জাপানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বিদেশ থেকে ঝিনুক সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। সামুদ্রিক ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন করা হয়ে থাকে।	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(জ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ গণভবনের লেক মুক্তা চাষের উপযোগী হলে সেখানে মুক্তার প্রর্দশনী চাষ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভাকে অবহিত করেন যে, ক) গণভবনের লেক-এ মুক্তা চাষের উপর মৎস্য অধিদপ্তর কাজ করেছেন বলে জানা যায়। খ) অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক বঙ্গভবনের পুকুরে ২০১১ সালে মুক্তাচাষের প্রদর্শণী চাষ করা হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি সেটির শুভ উদ্বোধন করেন। বঙ্গভবনের পুকুরে প্রায় এক বছরে তিনটি ভিন্ন আকারের এবং চারটি ভিন্ন রং এর মুক্তা উৎপাদিত হয়েছিল।	ক) গণভবনের লেক-এ মুক্তা চাষের অগ্রগতি জানাতে হবে। খ) বঙ্গভবনের পুকুরে মুক্তা উৎপাদিত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(ঝ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ উপরোল্লিখিত কাজ সুষ্ঠুভাবে করার লক্ষে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, ইতোমধ্যেই ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের আওতায় ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন গবেষণার পাশাপাশি ঝিনুকের প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন, উৎপাদিত মুক্তার আকার বৃদ্ধি ও রং প্রমিতকরণ, ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে।	ক) প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। খ) চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

বিগত ০১/০৪/২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন:

ক্রঃ নং	আলোচ্যসূচি	মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহ	আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিবরণ	বাস্তবায়নে
১	দেশের অর্থনীতিতে সমুদ্র সম্পদের অপার সম্ভাবনা বিবেচনায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসহ দেশের মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন।	ক) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ ও উন্নয়ন, ইলিশসম্পদ সুরক্ষা, হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদ রক্ষা এবং সর্বোপরি রূপকল্প ২০২১-এ মৎস্য খাতে স্থিরকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত অবশিষ্ট ১৫৩১টি পদ সৃজনের প্রস্তাব পুনরায় অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তবে মেরিন সংশ্লিষ্ট পদসমূহের সৃজনের প্রয়োজনীয়তা ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ পৃথকভাবে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। খ) পুকুরের উৎপাদনশীলতা কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত হালনাগাদ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতিপ্রাপ্ত ৬০০টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের সম্মতি প্রদানে প্রস্তাব পুনরায় অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করতে হবে। গ) সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৬টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেক পোস্টের জন্য ৪২৪টি পদ জরুরী ভিত্তিতে সৃজনের নিমিত্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভায় ১,৫৩১টি পদ সৃজনে সম্মতির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি প্রদানকৃত ১,৫৩১টি পদের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় ৫৫৭টি পদ সৃজনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। ২৭/০২/২০১৮ খ্রি. তারিখে অর্থবিভাগ হতে এ বিষয়ে অপরাগতা জানানো হয়েছে। খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা মোতাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি প্রদানকৃত "ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প" এর ৬০০ (ছয় শত) টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের নিমিত্ত অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে সর্বশেষ ২৮/০২/২০১৭ খ্রি. তারিখে ৬০০টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদানে অর্থ মন্ত্রণালয় অপারগতা প্রকাশ করে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের পরামর্শ অনুসরণপূর্বক গত ১৬/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখ মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে ৪,৫৫৪ (চার হাজার পাঁচশত চুয়ান্ন)টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ সৃজনের প্রস্তাবের "ছক" পূরণ করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। গ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০২/০২/২০১৬ খ্রি. তারিখে এবং বিগত ০৯/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে ১৬টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেক পোস্টের জন্য রাজস্ব খাতে ৪২৪টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি অনিষ্পন্ন রয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
২	পরিবেশবান্ধব ও উন্নত চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে টেকসই ভিত্তিতে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও নির্মাণ এবং চিংড়ি চাষিকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান।	ক) চিংড়ির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রান্তিক চিংড়ি চাষিকে এক অংক বিশিষ্ট সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। খ) চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম টেকসইভিত্তিতে পরিচালনার নিমিত্ত উপকূলীয় এলাকায় বিদ্যমান অবকাঠামো, বিশেষতঃ পোল্ডারের	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) চিংড়ির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রান্তিক চিংড়ি চাষিকে এক অংক বিশিষ্ট সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে ১২/০৮/২০১৫ ও ০৩/০৫/২০১৬ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৪/০৫/২০১৬ তারিখে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। খ) চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম টেকসইভিত্তিতে পরিচালনার নিমিত্ত উপকূলীয় এলাকায় বিদ্যমান অবকাঠামো, বিশেষতঃ পোল্ডারের স্লুইসগেটসমূহ চিংড়ি ঘেরে পরিকল্পিত পানি প্রবেশ ও নির্গমন উপযোগী করে সংস্কার/পুনঃনির্মাণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

		স্লুইসগেটসমূহ চিংড়ি ঘেরে পরিকল্পিত পানি প্রবেশ ও নির্গমন উপযোগী করে সংস্কার/পুনঃনির্মাণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, তথা পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	বোর্ড তথা পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে ১২/০৮/২০১৫ এবং ০৩/০৫/২০১৬ তারিখ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৪/০৫/২০১৬ তারিখে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করে।	
৩.	নিরাপদ মৎস্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, NRCP -এর আওতা বৃদ্ধিকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান।	ক) দেশে ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ মৎস্য প্রাপ্তি ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংক্রমণ/দূষণ মনিটরিংয়ের জন্য স্থল বন্দর সমূহে মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং মৎস্য অধিদপ্তরের অধিনস্ত বিদ্যমান তিনটি মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত রাজস্ব খাতে নতুন ১৩৬টি পদ সৃজনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। খ) মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে 'বিশেষায়িত, ঝুকিপূর্ণ ও সার্বক্ষণিক' দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের জন্য নির্দিষ্ট হারে প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখার বিভিন্ন দপ্তর ও ৬৪টি জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরে রাজস্ব খাতে ১৩৬টি পদ সৃজনে বিষয়ে সম্মতি প্রদানের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ০৯/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। খ) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা) কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মূল বেতনের সমপরিমান ঝুঁকিভাতা/প্রণোদনা অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১২/০৮/২০১৫ খ্রি. তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৪.	টেকসইভিত্তিতে জাতীয় মাছ ইলিশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত "ইলিশ উন্নয়ন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন"।	৪(গ) জাতীয় মাছ ইলিশের বিচরণ ক্ষেত্র ও অভয়াশ্রম রক্ষা এবং ইলিশ অভিপ্রয়ান পথ ও আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আন্দারমানিক চ্যানেল, ঢালচর চ্যানেল, চরবিশ্বাস চ্যানেল, শাহবাজপুর চ্যানেল, তেতুলিয়া নদী এবং চাঁদপুরের মেঘনা নদী অংশে ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের নিমিত্ত পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, জাতীয় মাছ ইলিশের বিচরণ ক্ষেত্র ও অভয়াশ্রম রক্ষা এবং ইলিশ অভিপ্রয়াণ পথ ও আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আন্দারমানিক চ্যানেল, শাহবাজপুর চ্যানেল, তেতুলিয়া নদী এবং চাঁদপুরের মেঘনা নদী অংশে ক্যাপিটাল ড্রেজিং -এর সম্ভাব্যতা যাচাই পূর্বক প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে কারিগরি কমিটির (ইলিশ সংক্রান্ত) মতামত ও সুপারিশের ওপর মৎস্য অধিদপ্তরের মতামত ১৫/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৫.	প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ির রেণু/পোনা আহরণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে চিংড়ি পোনা আহরণকারী দরিদ্র জেলেদের ভিজিএফ সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।	ক) প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা আহরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা আহরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য সকল উপকূলীয় জেলা প্রশাসক এবং সকল জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট আইন উল্লেখ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং বিষয়টি বাস্তবায়িত হচ্ছে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) যুগ্মসচিব (ব্লু ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৬.	রুইজাতীয় মাছের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র	ক) মাছের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা (Genetic purity)	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, মাছের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা অক্ষুন্ন রাখতে এবং হালদা নদী কেন্দ্রিক বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) যুগ্মসচিব

	হালদা নদী সংরক্ষণ এবং এ নদীতে স্থাপিত ৪০ কি.মি. দীর্ঘ অভয়াশ্রম স্থায়ীভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, অর্থের সংকুলান ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়।	অক্ষুন্ন রাখতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বাংলাদেশের রুই জাতীয় মাছের একমাত্র প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণের নিমিত্ত হালদা নদীকেন্দ্রিক বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মাননীয় মূখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, ওয়াসা এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমন্বয় করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।	মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হালদা নদীর ভূজপুর এলাকায় স্থাপিত রাবার ড্যাম, ধুরং খালের উপর রাবার ড্যামসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা ও অন্যান্য ব্যবহারকারীর প্রভাব নির্ণয়ের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৫ মাস ব্যাপী একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। সমীক্ষা পরবর্তী স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার খসড়া করা হয়েছে এবং খসড়া প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে গঠিত কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে।	ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৭.	মৎস্যখাদ্যে স্থানীয়ভাবে আমিষের উৎস বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ।	মাছের জন্য তৈরি খাদ্যের মূল্য ক্রয়সীমার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে, বিশেষতঃ মৎস্যখাদ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আমিষের উৎস বৃদ্ধির লক্ষ্যে সয়াবিন ও ভুট্টার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, বিগত ০৮/০৭/২০১৫ ও ০৮/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে মৎস্যখাদ্য হিসেবে বা মৎস্যখাদ্যের উপকরণ হিসেবে দেশে সয়াবিন ও ভুট্টার চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করার নিমিত্ত পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৮.	তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের সেচ ক্যানেলে মাছচাষ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান।	তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের সেচ ক্যানেলে সমাজভিত্তিক মাছচাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের নিমিত্ত পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে সদয় নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ০২.১১.২০১৫ তারিখে মৎস্য অধিদপ্তরের ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে জেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বিত অংশগ্রহণে সেচ ক্যানেলে সমাজভিত্তিক মাছচাষ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত ক্যানেলে মাছ চাষের জন্য ৩৬.০২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং ১৭ মে.টন রুই জাতীয় পোনা মাছ অবমুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ৩৪.৪০ মে.টন মাছ বিক্রি করা হয়। সেচ ক্যানেলে সমাজভিত্তিক মাছচাষ কার্যক্রমে সুফলভোগীর সংখ্যা ৩,২৩৩ জন।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ রইছউল আলম মন্ডল)
ভারপ্রাপ্ত সচিব